

বাংলায় নাট্যচর্চার ইতিহাস গৌরবমন্ডিত। সময়ের পদক্ষেপে বহু ব্যক্তিত্বই রত্ন সংযোজন করে গেছেন তাঁদের স্বীয় প্রতিভার উজ্জ্বলে। কালের অনিবার্য নিয়মে তাঁরা কেউ শুধু ইতিহাসের পাতাতেই রয়ে গেছেন, কেউ বা হারিয়ে গেছেন বিস্মৃতির গহ্বরে - হয়তো বা রয়ে গেছে একটি নাম মুখে মুখে। কিন্তু তাঁদের প্রতিভা, তাঁদের সৃষ্টিকে ম্লান করে দিতে পারে না সময়। এইরকম ব্যক্তিত্বদের প্রতিভার ছোঁয়া পেতে আমরা উৎসুক। এবারে রইল এমন এক নাট্য ব্যক্তিত্বের লেখা, বাংলার নাট্যচর্চা এবং সাহিত্যের ইতিহাসে যিনি এক উজ্জ্বল স্থান দখল করে আছেন।

অভিনয়ের উদ্দেশ্য- নাটকে বর্ণিত ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষবৎ দেখানো। কোন কোন পাঠকের কল্পনাশক্তি এরূপ প্রবল যে নাটক পাঠেই ঘটনাগুলি প্রায় প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পান। কিন্তু সে শ্রেণীর পাঠকের সংখ্যা কম। অধিকাংশ ব্যক্তিই নাটক অপেক্ষা অভিনয়ে নাটকটি হৃদয়ঙ্গম করেন। অতএব অভিনেতার প্রধান কর্তব্য এরূপ অভিনয় করা -যাহাতে নাটকে বর্ণিত ঘটনাবলি প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হয়। নাটকের ঘটনাবলি প্রত্যক্ষবৎ দেখানোর একটা উপায় দৃশ্যপট, দ্বিতীয় উপায় পরিচ্ছদ, তৃতীয় উপায় অভিনয়। প্রথম দুটি উপকরণের জন্য অভিনেতা দায়ী নহেন। তিনি অভিনয়ের জন্য দায়ী।

কিরূপে উত্তম অভিনয় করিতে হয়, তাহা আমার মত দর্শকের জানিবার সম্ভাবনা কম। তবে বিলাতে অনেক অনেক অভিনয় দর্শন করিয়া যাহা আমার মনে হইয়াছে, আমি আজ সংক্ষেপে তাহাই বলিব। অভিনয়ের তিনটি অংশ-ঃ

(১) আবৃত্তি (২) মুখভঙ্গী (৩) অঙ্গভঙ্গী।

(১) আবৃত্তি - অভিনয়ের প্রধান অঙ্গ আবৃত্তি। এরূপ আবৃত্তি করিতে হইবে, যাহাতে স্বর অন্ততঃ এরূপ হইবে যাহাতে সমস্ত দর্শক মঙ্গলী তাহা শুনিতে পায়। সেই উচ্চতার উপরে ভাব অনুসারে স্বর খেলিবে, তাহার নীচে কখনও নামিবে না। সেরূপ উচ্চস্বর নিকটস্থ দর্শকমঙ্গলীর নিকট একটু অধিক উচ্চ বোধ হইবে নিশ্চয়। কিন্তু তাহার উপায় নাই। কোন অভিনেতার স্বাভাবিক স্বরই এত গাঢ় যে সেই স্বরই সমস্ত দর্শকমঙ্গলী সাধারণতঃ শুনিতে পায়। আমাদের দেশে প্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের স্বর এইরূপ। এ একটী ভয়ানক রকম সুবিধা। মিষ্ট স্বর যেরূপ গায়কের প্রধান স্বাভাবিক গুণ, প্রবল স্বরও অভিনেতার পক্ষে প্রায় সেইরূপ। তবে মিষ্টস্বর না থাকিলে কাহারও গায়ক হইতে যাওয়া যেরূপ বিড়ম্বনা, এরূপ স্বর থাকিলে কাহারও অভিনেতা হইতে যাওয়া সেরূপ বিড়ম্বনা নহে। অভিনেতা স্বর উচ্চ করিয়া অভাব অনেকটা পূর্ণ করিতে পারেন। বিলাতে শুনিয়াছি যে বিখ্যাত অভিনেতাদিগেরহিস দূরতম শ্রোতা শুনিতে পান। বোধহয় অভ্যাস দ্বারা ও শক্তি অনেকটা আয়ত্ত করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ স্বর উঠাইতে বা নামাইতে জানা একটা মহাবিদ্যা। আমাদের দেশে চীৎকার করিলে করতালি পাওয়া যায় দেখিয়া অনেক অভিনেতা স্থানে স্থানে স্বর অতিশয় তীব্র করিয়া ফেলেন। কিন্তু দোষ সম্পূর্ণ দর্শকের নহে। নিম্নস্বরে উত্তম অভিনয়ও আমাদের দেশের দর্শকবর্গকে মোহিত করে, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। অনেকের বিশ্বাস যে চীৎকার করিলে বীররস দেখানো হয়। বস্তুতঃ অনেক সময় তাহা হয় না, লোকে ত্রদ্ধ হইলে উচ্চস্বরে কথা কয়। বীর সর্বদাই যে ত্রদ্ধ হইয়াই আছে তাহা নহে। পরন্তু প্রকৃত বীর কদাচিত সেরূপ উত্তেজিত হয়। কিন্তু বীররসে চীৎকার করিলেও তত যায় আসিত না। অনেকে কণ রসেও চীৎকার করেন, যেখানে কোন রসই নাই সেখানেও চীৎকার শুনিয়াছি। এ দোষটি আমাদের অভিনেতার মধ্যে অধিকাংশরই আছে। অভিনয়ে স্বর খেলাইতে জানা বিদ্যাটি-গীত শিক্ষারই মত অভ্যাস করা চাই। এ বিদ্যা পূর্ব জন্মের সংস্কার দ্বারা লাভ করা যায় না।

তৃতীয়তঃ কোন স্থানে ধীরে ও কোন স্থানে দ্রুত আবৃত্তি করিতে হইবে সে সম্বন্ধে জ্ঞান এ দেশের অতি অল্প অভিনেতারই আছে। চিন্তা করিয়া কথা কহিতে হইলে, কথাটি ভালো করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে হইলে ভাবে অভিব্যক্ত হইলে লোকে ধীরে কথা কহে। আবার সময়ভাব বা ব্যক্ততা বুঝাইতে হইলে উত্তেজিত ভাবে অনুনয় করিতে হইলে, লোকে দ্রুত কথা কহে। এসব মনস্তত্ত্বের কথা। অভিনেতৃগণ প্রায়ই এ বিষয়ে অজ্ঞ।

চতুর্থতঃ স্বর ত্রমে উঠানো ও ত্রমে ত্রমে নামানোও অভিনয়ে প্রয়োজন হয়। উদাহরণতঃ একটি শব্দ দুই তিনবার পুনরুচ্চ হইলে তিনটি এক স্বরে হইতেই পারে না, হয় স্বর ত্রমে ত্রমে উঠিবে বা ত্রমে ত্রমে নামিবে। যেমন 'আমি এ কথা বল্‌বো বল্‌বো বল্‌বো যতক্ষণ' ইত্যাদি, এখানে স্বর ত্রমে উঠিবে, নামিবে না। আবার ভাবে গদগদ হইয়া যদি কেহ বলে 'কি দেখলাম! কি দেখলাম! কি দেখলাম!'- সেখানে স্বর ত্রমে ত্রমে নামিবে উঠিবে না। এতদ্ভিন্ন অভিনয়ে 'একঘেয়ে ভাব যাহাতে না আসে তাহার জন্য স্বর খেলানো দরকার। এটি কখন কখন

ঠিক স্বাভাবিক না হইতে পারে - কিন্তু অভিনয়ে তাহার প্রয়োজন হয়। নইলে শ্রোতৃমন্ডলী ব্রমে হাই তুলিবে।

তদপুরি আবৃত্তিতে কোথায় যদি (emphasis) পড়িবে তাহাও একটি শিক্ষণীয় ব্যাপার। বস্তুতঃ আবৃত্তির প্রধান অঙ্গ এই যতি। উত্তম অভিনেতা সর্বাপেক্ষা এই যতি দ্বারা অর্থ পরিস্ফুট করেন। যতি অনুসারে একটি বাক্যের ভিন্ন অর্থ হয়। যেমন 'তুমি মহেন্দ্রকে পদাঘাত করিয়াছিলে' ইহার তিন রকম অর্থ হইতে পারে। প্রথম 'তুমি'র উপর জোর দিয়া বলিলে বোঝায় আর কেহ পদাঘাত করে নাই- তুমি পদাঘাত করিয়াছিলে। 'মহেন্দ্র'র উপর জোর দিলে অর্থ হয়, আরকাকেও পদাঘাত কর নাই মহেন্দ্রকে পদাঘাত করিয়াছিলে। 'পদাঘাত' উপর জোর দিলে মনে হয় 'চপেটাঘাত কর নাই, মুষ্টিঘাত কর নাই, পদাঘাত করিয়াছিলে'। Antony-র বক্তৃতায় -I come to bury Caesar not to parise him, এখানে যতি পড়িবে 'bury'-র উপরে ও 'parise'- এর উপরে, তবে অর্থ পরিস্ফুট হইবে। এই বিষয়ে স্বর্গীয় অর্কেন্দু মুস্তাফী ওস্তাদছিলেন। উপযুক্ত যদি ভিন্ন আবৃত্তিই হয় না।

আরও এক কথা। ভাব অনুসারে স্বর কাঁপানো, স্বর গাঢ় করা ইত্যাদিও আবৃত্তির অঙ্গ। আমাদের দেশে অভিনেতৃগণের মধ্যে এ গুণের অত্যন্ত অভাব। ইহাও অভ্যাস করিতে হয়। Hamlet- এর বিখ্যাত Soliloquy 'To be or not to be'- ইহার দুই প্রকার আবৃত্তি শুনিয়াছি। একরূপ আবৃত্তিতে বোঝায় যে হ্যামলেট ভাবিতে ছিলেন, যে তিনি আত্মহত্যা করিবেন কি না। অপর এক আবৃত্তিতে ইহার অর্থ দাঁড়ায় যে হ্যামলেট 'আত্মহত্যা' জিনিষটাই একটি অপ্রাসঙ্গিক সমস্যা হিসাবে আলোচনা করিতেছিলেন।

আবৃত্তি কিরূপ হইবে তাহা প্রবন্ধে ঠিক বোঝানো যায় না, আবৃত্তি করিয়া দেখানো যায়। বিলাতে আবৃত্তি শেখাইবার অধ্যাপক আছেন। উত্তম অভিনেতারা তাঁহাদের কাছে আবৃত্তি শিক্ষা করেন। এখানে ঐরূপ বিদ্যালয় অভাব আছে। মুখভঙ্গী অভিনয়ের আর একটি অঙ্গ। অনুভূতি অনুসারে মুখের নানারূপ বিকার হয়। উল্লাসে মুখ দীপ্তবৎ হয়, দুঃখে ম্লান হয়, - আকস্মিক বিপদে অস্থিসারবৎ হয়। নির্বোধ - দ্রুত চোখ পিট্ পিট্ করে, কু-চত্রীর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়, হতাশার দৃষ্টি নিঃপ্রভ হয়। অভিনয়ে এগুলি দেখাইতে হইলে মুখের পেশীর উপরে বিশেষ প্রভুত্ব থাকা চাই। এ বিদ্যা বহু প্রয়াস ও শিক্ষার ফল। তাহার উপর রঙ মাখার একরূপ কৌশল আছে, যাহাতে মুখ সহসা আরক্তিম বা পান্ডুর দেখায়। এখানে সে কৌশল খাটে না তবে তাহার অনুরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। আমাদের দেশে ও বিদ্যার একেবারে অভাব, বলিলেও অত্যুত্তি হয় না।

পরিশেষে অঙ্গভঙ্গী। মানুষ কথা কহিবার সময় হাত পা নাড়েন। ভাষা-তত্ত্ববিদরা বলেন যে মানুষ অনেক সময় ভাব প্রকাশক ভাষার অভাব অঙ্গভঙ্গী দ্বারা প্রকাশ করে। কিন্তু এ কথা সব সময়ে খাটে না। মানুষ অনেক সময়ে ভাষার দ্বারা মনের ভাব সম্যক প্রকাশ করিয়াও সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গভঙ্গী করে। উদ্দেশ্য বোধ হয় অঙ্গভঙ্গী দ্বারা ভাবটি বেশী লোকের সহিত প্রকাশ করা। অনেক সময়েই কিন্তু ভাবের গতি অনুসারে অঙ্গভঙ্গী আপনিই আসিয়া পড়ে। কাহারও কাছে কিছু প্রকাশ না করিতে হইলেও, একাকী থাকিলে চিন্তার সহিত অঙ্গভঙ্গী আসিয়া পড়ে। মন উত্তেজিত হইলে লোকে দ্রুত পদচারণা করে, মনে একটা সংকল্প আঁটিতে লইলে তর্জনী দ্বারা তাহা নির্দেশ করে। ভাবের সহিত তাহার উপযোগী অঙ্গভঙ্গী দেখানোও অভিনয়ের একটি অঙ্গ। এ বিষয়ে আমাদের দেশের অভিনেতারা উদাসীন নহেন। কিন্তু অঙ্গভঙ্গী সময়ে সময়ে ঠিক স্বাভাবিক হয় না।

অভিনেতার প্রধান কর্তব্য স্বাভাবিকরূপ অভিনয় করা। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর অভিনেতারা বিলাতে অনেক সময়ে টীকাকারের কাজ করেন। অর্থাৎ কোন উক্তি বা ঘটনা সাধারণে একরূপ বোঝে; কিন্তু এই অভিনেতারা অভিনয় ভঙ্গী দ্বারা তাহার অপর রূপ অর্থ ব্যাখ্যা করেন। এরূপ কর্তব্য পালনের এদেশে এখনও প্রয়োজন হয় নাই। কারণ সেরূপ দূরূহ নাটক এদেশে অভিনীত হয় না।